গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত বিবরণ ।
(গ) বিদ্যুৎ বিভাগ ।

১) **১,৩২,৮১,০০০ টাকা ব্যয়ের সপক্ষে নিরীক্ষাযোগ্য রেকর্ড ও দলিলাদি অডিটের নিকট উপস্থাপন না করায় গুরুতর আর্থিক অনিয়ম ।**

বিদ্যুৎ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ (ডেসা) কর্তৃপক্ষ লোন নং-জেবিআইসি-বিডি-সি/১৮ ও পি/৪৫ এর অধীন ওইসিএফ জাপানের অর্থায়নে বাস্তবায়িত সিষ্টেম লস রিডাকশন পাইলট প্রজেক্ট এর ২০০০-২০০১ সনের হিসাব প্রকল্প পরিচালক, ডেসা, গুলশান, ঢাকা অফিসে ০৮-০৮-২০০১ হইতে ১৩-০৮-২০০১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে প্রকল্পের আর্থিক বিবরণী এবং প্রাপ্তি ও খরচের বিবরণীতে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ ইকুইপমেন্ট (X-Former ও ক্যাবল, কন্ট্রাক্ট লট ৩ ও ৪) ক্রয় বাবদ ১,৩২,৫৬,০০০ এবং বিবিধ খরচ বাবদ ২৫,০০০ টাকা দেখানো হইয়াছে। কিন্তু উক্ত খরচের সপক্ষে কোন রেকর্ডপত্র ও দলিলাদি যেমনঃ- ক্যাশবুক, লেজার, বিল/ভাউচার/ইনভয়েজ, মালামাল ও যন্ত্রপাতি প্রাপ্তির প্রমাণক, টেন্ডার, দরপত্র, তুলনামূলক বিবরণী (কারিগরী ও আর্থিক) চুক্তিপত্র, যন্ত্রপাতি ও মালামালের মজুদ বহি, ইভেন্টরী, ইত্যাদি অডিটের নিকট উপস্থাপন করা হয় নাই। ফলে ঐ সকল খরচের যথার্থতা ও সঠিকতা যাচাই করা সম্ভব হয় নাই।

সংবিধানের ১২৮(১) ধারা ও জিএফআর এর বিধি ১৯এর বিধান অনুযায়ী অডিটের নিকট অডিটযোগ্য ভাউচার উপস্থাপন করা অডিটির দায়িত্ব। অডিটের নিকট অডিটযোগ্য ভাউচার উপস্থাপন না করায় সংবিধান ও জিএফআর এর বিধান লংঘিত হইয়াছে এবং ভাউচারগুলি অডিটের বাহিরে থাকিয়া গিয়াছে।

উক্ত সময়ে জনাব আবদুস সোবহান, প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

এই অনিয়মের বিষয়ে স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় আশুনিস্পত্তির লক্ষ্যে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ০৬-০৯-২০০১ তারিখে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং জরুরী ভিত্তিতে ভাউচারগুলি অডিটের ব্যবস্থা করিয়া মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারীপত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও কোডাল রুল লংঘন করিয়া অডিটের নিকট অডিটযোগ্য ভাউচার উপস্থাপন না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভাউচার গুলি অডিট হওয়া আবশ্যক।

২)　**সিডি ভ্যাট বাবদ ৩,০০,০০,০০০ টাকা পরিশোধের সপক্ষে কোন রেকর্ডপত্র ও দলিলাদি অডিটের নিকট উপস্থাপন না করায় গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।**

বিদ্যুৎ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা বিদ্যুৎ সরবরাহ (ডেসা) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লোন নং-জেবিআইসি-বিডি-সি/১৮ ও পি/৪৫ এর অধীন ওইসিএফ জাপানের অর্থায়নে বাস্তবায়িত " সিষ্টেম লস রিডাকশন পাইলট প্রজেক্ট " এর ২০০০-২০০১ সনের হিসাব প্রকল্প পরিচালক, ডেসা, গুলশান, ঢাকা অফিসে ০৮-০৮-২০০১ হইতে ১৩-০৮-২০০১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে প্রকল্পের আর্থিক বিবরণী এবং প্রাপ্তি ও খরচের বিবরণী হইতে পরিলক্ষিত হয় যে, সিডি ভ্যাট বাবদ ৩,০০,০০,০০০ টাকা খরচ করা হইয়াছে। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ উক্ত খরচের সপক্ষে অডিটের চাহিদা মোতাবেক বিল অব এন্ট্রী, কাষ্টম কর্তৃপক্ষের মূল্যায়ন পত্র , সরকারী খাতে সিডি ভ্যাট প্রদানের প্রমাণক, আমদানীকৃত মালামালের শিপিং ডকুমেন্ট, ইনভয়েস, বিল অব লেডিং মালামাল প্রাপ্তি স্বীকার পত্র ইত্যাদি অডিটের নিকট উপস্থাপন করেন নাই।

সংবিধানের ১২৮(১) ধারা ও জিএফআর এর বিধি-১৯ এর বিধান অনুযায়ী অডিটের নিকট অডিটযোগ্য ভাউচার উপস্থাপন করা অডিটির দায়িত্ব। অডিটের নিকট অডিটযোগ্য ভাউচার উপস্থাপন না করায় সংবিধান ও জিএফআর এর বিধান লংঘিত হইয়াছে এবং ভাউচারগুলি অডিটের বাহিরে থাকিয়া গিয়াছে।

উক্ত সময়ে জনাব আবদুস সোবহান, প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

এই অনিয়মের বিষয়ে স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় আশুনিষ্পত্তির লক্ষ্যে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে ০৬-০৯-২০০১ তারিখে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং জরুরী ভিত্তিতে ভাউচারগুলি অডিটের ব্যবস্থা করিয়া মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারীপত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ও কোডাল রুল লংঘন করিয়া অডিটের নিকট অডিটযোগ্য ভাউচার উপস্থাপন না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ভাউচার গুলি অডিট হওয়া আবশ্যক।

৩)　**প্রকল্প তহবিল হইতে অননুমোদিতভাবে ১,৩০,০০০ টাকা অগ্রিম গ্রহণ।**

বিদ্যুৎ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত কুয়েত সাহায্য প্রাপ্ত ৬০ মেঃ ওঃ শাহজীবাজার গ্যাস টারবাইন পাওয়ার ষ্টেশন প্রকল্পের ২০০০-২০০১ সানের হিসাব ৬-৮-২০০১ হইতে ১৩-০৮-২০০১ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ের ক্যাশবুক, বিল/ভাউচার হইতে দেখা যায় যে, ২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী জনাব মোঃ মনজুর এলাহী প্রকল্প পরিচালক ও মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, উচ্চমান সহকারী, প্রকল্প তহবিল হইতে অননুমোদিতভাবে ১,৩০,০০০ টাকা অগ্রিম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। উক্ত টাকা প্রকল্প মেয়াদ কালীন সময়ে সমন্বয় করা হয় নাই। প্রকল্পটির মেয়াদ ২০০১ সালের ৩০শে জুন শেষ হইয়া গিয়াছে।

উক্ত সময়ে জনাব মোঃ মনজুর এলাহী, প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

বিষয়টির উপর স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করা হইলে কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় জরুরী ভিত্তিতে নিস্পত্তির লক্ষ্যে ০৬-০৯-২০০১ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং অনিয়মিতভাবে প্রদত্ত অর্থ আদায় করতঃ জমা প্রদানের উপযুক্ত প্রমাণক ও মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য সহ জবাব প্রেরনের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধাসরকারী পত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

এই অনিয়মিত অগ্রিম প্রদানের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও অগ্রিমের টাকা আদায়/সমন্বয় হওয়া আবশ্যক।

৪) **টেন্ডার সিডিউল বিক্রির ৯৯,০০০ টাকা অডিট চলাকালীন সময় পর্যন্ত সরকারী হিসাবে জমা না করায় ক্ষতি।**

বিদ্যুৎ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত কুয়েত সাহায্য প্রাপ্ত ৬০ মেঃ ওঃ শাহজীবাজার গ্যাস টারবাইন পাওয়ার ষ্টেশন প্রকল্পের ২০০০-২০০১ সানের হিসাব ৮-৮-২০০১ হইতে ১৩-০৮-২০০১ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় শাহজীবাজার, হবিগঞ্জ দপ্তরের ক্যাশবুক হইতে দেখা যায় যে, টেন্ডার সিডিউল বিক্রির ৯৯,০০০ টাকা জনতা ব্যাংক হবিগঞ্জ শাহজীবাজার শাখা এসটিডি নং-২৪ এ রক্ষিত আছে। ট্রেজারী রুল-৭ অনুযায়ী এই অর্থ সরকারী খাতে জমা হওয়া উচিত। কিন্তু নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত উল্লিখিত টাকা জমা প্রদান করা হয় নাই।

উক্ত সময়ে জনাব মোঃ মনজুর এলাহী, প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

বিষয়টির উপর স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করা হইলে কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় জরুরী ভিত্তিতে নিস্পত্তির লক্ষ্যে ০৬-০৯-২০০১ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং আপত্তিকৃত টাকা সরকারী হিসাবে জমা দিয়া উপযুক্ত প্রমাণক ও মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য সহ জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধাসরকারী পত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

আপত্তিকৃত টাকা সত্বর সরকারী কোষাগারে জমা হওয়া আবশ্যক।

৫) **ভ্যাট ও আয়কর বাবদ ২২,৮১,১০০ টাকা সরকারী হিসাবে জমা প্রদান না করা জনিত গুরুতর অনিয়ম।**

বিদ্যুৎ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত কুয়েত সাহায্য প্রাপ্ত ৬০ মেঃ ওঃ শাহজীবাজার গ্যাস টারবাইন পাওয়ার ষ্টেশন প্রকল্পের ২০০০-২০০১ সানের হিসাব ৮-৮-২০০১ হইতে ১৩-০৮-২০০১ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়ের ক্যাশবুক, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র ও রেকর্ডপত্র হইতে দেখা যায় যে, ঠিকাদারের বিল হইতে আয়কর ও ভ্যাট বাবদ কর্তনকৃত ২২,৮১,১০০ টাকা প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকল্প হিসাবে জমা রাখা হইয়াছে(আয়কর ৯,০৭,৯৮৫ + ভ্যাট ১৩,৭৩,১১৫)। আয়কর ও ভ্যাট বাবদ কর্তনকৃত টাকা সরকারী রাজস্ব বিধায় আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫৭ মতে এবং ভ্যাট আইন ও বিধি ১৯৯১ মতে আয়কর কর্তনের ৭ দিন এবং ভ্যাট কর্তনের দুই মাসের মধ্যে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের নির্দেশ রহিয়াছে। সুতরাং উক্ত অর্থ সরকারী খাতে জমা না করায় সরকারী আর্থিক বিধি লংঘিত হইয়াছে।

উক্ত সময়ে জনাব মোঃ মনজুর এলাহী, প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

বিষয়টির উপর স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করা হইলে কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় জরুরী ভিত্তিতে নিস্পত্তির লক্ষ্যে ০৬-০৯-২০০১ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং আয়কর ও ভ্যাট বাবাদ আদায়কৃত অর্থ অতিসত্বর জরিমানা সুদসহ সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান করিয়া উপযুক্ত প্রমাণক ও মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য সহ জবাব প্রেরনের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধাসরকারী পত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

সরকারী আদেশের এইরূপ লংঘন এর জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ ও জরিমানা সুদসহ আদায়কৃত রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

৬) **নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম মূল্যে সিডিউল বিক্রি করায় সরকারের ২১,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি।**

বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এডিবি ঋণ চুক্তি নং-১৫০৫ ব্যান (এস,এফ) এর অধীনে বাস্তবায়িত বৃহত্তর ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প ফেজ-৪ প্রকল্পের (ডেসা অংশ) ২০০০-২০০১ সনের হিসাব ০৮-০৮-২০০১ হইতে ১৪-০৮-২০০১ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে নির্বাহী প্রকৌশলী, উন্নয়ন বিভাগ-১ ও ২ ডেসা, গুলশান কার্যালয়ের নথিপত্র, টেন্ডার ডকুমেন্ট সিডিউল অব এষ্টিমেট পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে সিডিউল বিক্রয় করায় সরকারের ২১,০০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, তথ্য মন্ত্রণালয়ের জারীকৃত সার্কুলার নং-১৫-এ/২৫/৮৫/১২০(৩০) তাং-২০-৯-৮৭ (যাহা অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পৃষ্ঠাঙ্কনকৃত) মোতাবেক দরপত্র মূল্য ১০,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত সিডিউলের মূল্য ৪০০ টাকা এবং দরপত্র মূল্য ১০,০০,০০০টাকার উপরে সিডিউলের মূল্য ৭৫০ টাকা। তদস্থলে ১০,০০,০০০ টাকার নিম্নমূল্যের সিডিউল ২০০, ১৫০ ও ১০০ টাকা এবং ১০,০০,০০০ টাকার উর্ধ মূল্যের সিডিউল ৪০০ টাকায় বিক্রয় করা হয়। ফলে প্রকল্পের ২১,০০০ টাকা ক্ষতি হয়।

উক্ত সময়ে জনাব এস, এম, শহীদুর রহমান, প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

বিষয়টির উপর স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করা হইলে কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় জরুরী ভিত্তিতে নিস্পত্তির লক্ষ্যে ০৬-০৯-২০০১তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং কম মূল্যে সিডিউল বিক্রয়ের কারণে ক্ষতি জনিত অর্থ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে আদায় ও সরকারের কোষাগারে জমা প্রদান পূর্বক অতিসত্বর প্রমাণক ও মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য সহ জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধাসরকারী পত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

সরকারী আদেশ লংঘন করিয়া কম মূল্যে সিডিউল বিক্রয়ের ফলে ক্ষতির টাকা দায়ী ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করা আবশ্যক।

৭) **অনিয়মিতভাবে প্রকল্প বহির্ভূত কর্মকর্তা কর্তৃক মোবাইল টেলিফোন ব্যবহারের জন্য বিল বাবদ৩৯,৬৩৯ টাকা পরিশোধ জনিত আর্থিক ক্ষতি।**

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত এডিবি ঋণ চুক্তি নং-১৫০৫ ব্যান (এস,এফ) এর অধীন, বৃহত্তর ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প ফেজ-৪ (ডেসা অংশ) ২০০০-২০০১ সনের হিসাব ০৮-০৮-২০০১ হইতে ১৪-০৮-২০০১ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে নির্বাহী প্রকৌশলী উন্নয়ন বিভাগ-২ ডেসা, গুলশান ঢাকা অফিসের টেলিফোন বিল রেজিষ্টার, বিল/ভাউচার ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র হইতে দেখা যায় যে, মোবাইল টেলিফোন নং-০১১-৮৫৮৬৭৭ এর বিল বাবদ নিরীক্ষা বৎসরে মোট ৩৯,৬৩৯.০৬ টাকা মেসার্স পেসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম লিঃ কে পরিশোধ করা হইয়াছে। উক্ত টিলিফোনটি সদস্য প্রকৌশলী, ডেসা কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি প্রকল্পের সহিত সম্পৃক্ত নন। পিপি পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, পিপিতেও মোবাইল ফোনের কোন সংস্থান ছিল না।

উক্ত সময়ে জনাব এস, এম, শহীদুর রহমান, প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

বিষয়টির উপর স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করা হইলে কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় জরুরী ভিত্তিতে নিস্পত্তির লক্ষ্যে ০৬-০৯-২০০১ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং এই অনিয়মিত ব্যয়ের অর্থ আদায় করিয়া সরকারী কোষাগারে জমা পূর্বক প্রমাণক ও মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য সহ জবাব প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধাসরকারী পত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

এই অনিয়মিত ব্যয়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

৮) **আয়কর নির্ধারিত হারের চেয়ে কম হারে কর্তন করায় ৩,১১,৫১০ টাকা ক্ষতি।**

বিদ্যুৎ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ডেসকো কর্তৃক এডিবি এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত বৃহত্তর ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প (ফেজ-৪) ডেসকো কম্পোনেন্ট এর ২০০০-২০০১ সালের হিসাব ৮-৮-২০০১ হইতে ১৩-০৮-২০০১ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে প্রকল্প পরিচালক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডেসকো, কার্যালয়ের রেকর্ডপত্র হইতে পরিলক্ষিত হয় যে, বিদ্যুৎ লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য মেক্রো হান্টস লিঃ এর সহিত একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিপত্রের Appendix-v পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে, Man month cost, Direct cost এর ১০% ওভার হেড ও ১০% লাভ ধরে নির্ণীত অংকের উপর ৪.৫% ভ্যাট ধরা হয় এবং ভ্যাট সহ নির্ণিত অংকের উপর ৫% হারে আয়কর ধরা হয়। কিন্তু বিল পরিশোধ কালে ৩% হারে আয়কর কর্তন করা হয়। অর্থাৎ প্রাক্কলনে ৫% হারে আয়কর ধরা থাকিলেও বাস্তবে ৩% হারে আয়কর কর্তন করা হয়। ইহাতে ঠিকাদারকে ২% অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়। নিরীক্ষাধীন অর্থ বৎসরে ঠিকাদারকে মোট ৩,১১,৫১০ টাকা আয়কর খাতে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়। প্রাক্কলনে ধার্যকৃত আয়কর হার অপেক্ষা কম হারে আয়কর কর্তন করায় এই অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়। যাহা প্রকল্পের জন্য আর্থিক ক্ষতি।

উক্ত সময়ে ইঞ্জিনিয়ার শরফুজ্জামান ভূইয়া ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) এম, মফিজুর রহমান, পি এস সি প্রকল্পের সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

এই অনিয়মের বিষয়ে স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় জরুরী ভিত্তিতে নিস্পত্তির লক্ষ্যে ০৬-০৯-২০০১ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং আপত্তিকৃত অর্থ আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণক ও মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য সহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধাসরকারী পত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া রাজস্ব কম আদায়ের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও অনাদায়ী রাজস্ব আদায় আবশ্যক।

৯) **টেন্ডার সিডিউল, কাঠ ও অব্যবহারযোগ্য তৈল বিক্রয় ও জরিমানা বাবদ আদায়কৃত ৩,৮০,১৯৩ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি।**

বিদ্যুৎ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ডেসকো কর্তৃক এডিবি এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত বৃহত্তর ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প (ফেজ-৪) ডেসকো কম্পোনেন্ট এর ২০০০-২০০১ সালের হিসাব ৮-৮-২০০১ হইতে ১৩-০৮-২০০১ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে প্রকল্প পরিচালক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডেসকো, লালমাটিয়া কার্যালয়ের ক্যাশ বই, টেন্ডার সিডিউল রেজিষ্টার এবং জড়িত অন্যান্য কাগজপত্র হইতে দেখা যায় যে, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ টেন্ডার সিডিউল, কাঠ এবং অব্যবহৃত ট্রান্সফরমার তৈল বিক্রয় হইতে মোট ৩,৩৭,২৪৩ টাকা এবং জরিমানা বাবাদ আদায়কৃত ৪২,৯৫০ টাকা এস টি ডি হিসাব নং-৩৫, উত্তরা ব্যাংক, সাত মসজিদ রোড শাখা, ঢাকায় জমা করা হয়। ট্রেজারী রুল-৭ মোতাবেক উক্ত টাকা সরকারী কোষাগারে জমাযোগ্য ছিল।

উক্ত সময়ে ইঞ্জিনিয়ার শরফুজ্জামান ভূইয়া ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) এম, মফিজুর রহমান, পি এস সি প্রকল্পের সার্বিক দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

এই অনিয়মের বিষয়ে স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় জরুরী ভিত্তিতে নিস্পত্তির লক্ষ্যে ০৬-০৯-২০০১ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং অতিসত্বর আপত্তিকৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণক ও মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য সহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধাসরকারী পত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

সরকারী নির্দেশ উপেক্ষা করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও আপত্তিকৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

১০) **সরবরাহকারী /ঠিকাদারের নিকট হইতে আয়কর কম কর্তন করায় ৪,৪৬,৭৭২ টাকা ক্ষতি।**

বিদ্যুৎ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ডেসকো কর্তৃক এডিবি এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত বৃহত্তর ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প (ফেজ-৪) ডেসকো কম্পোনেন্ট এর ২০০০-২০০১ সালের হিসাব ৮-৮-২০০১ হইতে ১৩-০৮-২০০১ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে প্রকল্প পরিচালক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডেসকো, লালমাটিয়া কার্যালয়ের ক্যাশ বই, বিল/ভাউচার ও ঠিকাদারের খতিয়ান হইতে দেখা যায় যে, উক্ত আর্থিক বৎসরে সরবরাহকারী /ঠিকাদারের নিকট হইতে ৪,৪৬,৭৭২.১৫ টাকা কম আয়কর কর্তন করা হইয়াছে। যাহা জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ৫২ বিধি ১৬ এর পরিপন্থী।

কর্তনযোগ্য আয়কর	কর্তনকৃত আয়কর	কম কর্তনকৃত আয়কর
১০,২৭,৬৭২.০৯	৫,৮০,৯০০.০৯	৪,৪৬,৭৭২

উক্ত সময়ে ইঞ্জিনিয়ার শরফুজ্জামান ভূইয়া ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) এম, মফিজুর রহমান, পি এস সি প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

এই অনিয়মের বিষয়ে স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় জরুরী ভিত্তিতে নিস্পত্তির লক্ষ্যে ০৬-০৯-২০০১ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং অতিসত্বর আপত্তিকৃত অর্থ আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণক ও মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য সহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধাসরকারী পত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

সরকারী আদেশ লংঘন করিয়া কম রাজস্ব আদায়ের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও মাসিক ২% অতিরিক্ত করসহ সেবামূল্য পরিশোধকারীর নিকট হইতে আদায় করা আবশ্যক।

১১) **অনিয়মিতভাবে সম্মানী/দায়িত্ব ভাতা প্রদান করায় ২৫,০০০ টাকা ক্ষতি।**

বিদ্যুৎ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ডেসকো কর্তৃক এডিবি এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত বৃহত্তর ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প (ফেজ-৪) ডেসকো কম্পোনেন্ট এর ২০০০-২০০১ সালের হিসাব ৮-৮-২০০১ হইতে ১৩-০৮-২০০১ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে প্রকল্প পরিচালক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডেসকো লালমাটিয়া কার্যালয়ের ক্যাশ বই, ভাউচার এবং উহার সহিত জড়িত অন্যান্য রেকর্ডপত্র হইতে দেখা যায় যে, উর্ধতন অফিসার কর্তৃক নিম্নতর পদে দায়িত্ব পালন করার জন্য চার্জ ভাতা/সম্মানীভাতা ২৫,০০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। অফিস আদেশ নং এম এফ/আর-১১/এপি-৫/৮২-১৭৫ তাং-৭-৬-৮২ অনুযায়ী উর্ধতন কর্মকর্তা কর্তৃক নিম্নতর পদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তিনি সম্মানী/দায়িত্ব ভাতা প্রাপ্য হইবেন না। এই ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ সংঘন করিয়া ইঞ্জিনিয়ার মোঃ শরফুজ্জামান ডেসার চেয়ারম্যান থাকা অবস্থায় ডেসকোর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের (অতিরিক্ত) দায়িত্ব পালন করে উক্ত টাকা উত্তোলন করেন। সরকারী আদেশের পরিপন্থী বিধায় উক্ত টাকা আদায়যোগ্য।

উক্ত সময়ে ইঞ্জিনিয়ার শরফুজ্জামান ভূইয়া ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবসর প্রাপ্ত) এম, মফিজুর রহমান, পি এস সি প্রকল্পের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

এই অনিয়মের বিষয়ে স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় জরুরী ভিত্তিতে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ০৬-০৯-২০০১ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং অতিসত্বর আপত্তিকৃত অর্থ আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা করতঃ প্রমাণক ও মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য সহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধাসরকারী পত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

অনিয়মিতভাবে পরিশোধিত এই অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

১২) **টেন্ডার সিডিউল বিক্রয় বাবদ ৩,৭১,৫০০ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না করায় রাজস্ব ক্ষতি।**

বিদ্যুৎ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং (ডেসকো) কর্তৃক এডিবি ঋণ চুক্তি নং- ১৫০৫ ব্যান (এস,এফ) এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন বৃহত্তর ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোং প্রকল্প (ডেসকো অংশ) এর ১৯৯৯-২০০০ সালের হিসাব ১৪-২-২০০১ হইতে ১৯-২-২০০১ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর কার্যালয় ৬/২২ লালমাটিয়া ঢাকায় অডিটকালে আর্থিক প্রতিবেদন এবং টেন্ডার সিডিউল বিক্রয় রেজিষ্টার হইতে দৃষ্ট হয় যে, টেন্ডার সিডিউল বিক্রয় বাবদ ৩,৭১,৫০০ টাকা আয় হইয়াছে। কিন্তু উক্ত টাকা সরকারী কোষাগারে রাজস্ব খাতে জমা দেওয়া হয় নাই। ট্রেজারী রুল-৭ অনুযায়ী উক্ত টাকা সরকারী কোষাগারে জমাযোগ্য ছিল। কিন্তু উক্ত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা না করায় সরকারের সমপরিমাণ অর্থ রাজস্ব ক্ষতি হয়।

উক্ত সময়ে জনাব সরফুজামান ভূইয়া, প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

বিষয়টির উপর স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কোন জবাব না পাওয়ায় প্রতিবেদন আকারে ২১-০৫-২০০১ তারিখে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় ০৬-০৯-২০০১ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে পুনরায় মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয়। এতদসত্ত্বেও কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারীপত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

সরকারী আদেশ লংঘন করিয়া অর্জিত রাজস্ব সরকারী কোষাগারে জমা না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও আপত্তিকৃত অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

১৩) **খোলা দরপত্র আহ্বান ব্যতিরেকে ৭,৪৩,৩১৭ টাকা খরচ জনিত গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।**

বিদ্যুৎ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোং (ডেসকো) কর্তৃক এডিবি ঋণ চুক্তি নং- ১৫০৫ ব্যান (এস,এফ) এর অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন বৃহত্তর ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোং প্রকল্প (ডেসকো অংশ) এর ১৯৯৯-২০০০ সালের হিসাব ১৪-২-২০০১ হইতে ১৯-২-২০০১ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালক/ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর কার্যালয়, ৬/২২ লালমাটিয়া ঢাকায় অডিটকালে বিল/ভাউচার ও অন্যান্য সম্পর্কযুক্ত রেকর্ড পত্র হইতে দৃষ্ট হয় যে, মনিহারি ও আসবাব পত্র ক্রয় বাবদ খোলা দরপত্র আহ্বান ব্যতিরেকে ৭,৪৩,৩১৭ টাকা খরচ করা হয়।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের স্মারক নং-এমএফ/এফডি/উন্নয়ন-উইং/৯৪/৩৩৯ তাং-১২-৪-৯৪ মোতাবেক ১,০০,০০০ টাকার ঊর্ধে কেনাকাটার জন্য খোলা দরপত্র আহ্বান আবশ্যক ছিল। কিন্তু উহা করা হয় নাই।

উক্ত সময়ে জনাব সরফুজামান ভূইয়া, প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

বিষয়টির উপর স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কোন জবাব না পাওয়ায় প্রতিবেদন আকারে ২১-০৫-২০০১ তারিখে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয়। ইহার পরও কোন জবাব না পাওয়ায় ০৬-০৯-২০০১ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং সরকারী বিধান লংঘন করিয়া খোলা দরপত্র আহ্বান ব্যতিরেকে কেনাকাটার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও ক্ষতির টাকা নিরূপন ও আদায় পূর্বক সরকারী কোষাগারে জমা করিয়া প্রমাণক ও মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য সহ জবাব প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। এতদসত্ত্বেও কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধা সরকারীপত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

সরকারী বিধান লংঘন করিয়া খোলা দরপত্র আহ্বান ব্যতিরেকে কেনাকাটার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ এবং ক্ষতির টাকা নিরূপণ পূর্বক আদায় করা আবশ্যক।

১৪) সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ না করিয়া নন-রেস্পনসিভ দরদাতার সঙ্গে ১,০৮,১৪,০০০ **টাকার চুক্তি স্বাক্ষর ও অনিয়মিতভাবে কার্যাদেশ প্রদান করা হইয়াছে।**

বিদ্যুৎ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক কুয়েত এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত শাহজীবাজার ৬০ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প এর ১৯৯৯-২০০০ সনের হিসাব পরিচালক, ক্রয় পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর কার্যালয়ে ১৮-৭-২০০১ তারিখ হইতে ২২-৭-২০০১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে টেন্ডার ডকুমেন্টস এবং সংশ্লিষ্ট দলিলাদি হইতে দেখা যায় যে, প্রকল্প কর্তৃপক্ষ অনিয়মিতভাবে নন-রেস্পনসিভ দরপত্র দাতা মেসার্স আলসটম গ্যাস টারবাইন এস এ কে শাহজীবাজার ৬০ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের জন্য স্মারক নং-১৯৩-পিডিবি(সিএস)ডেভ-ওওও/৯৬ তাং-৮-১২-৯৪ এর মাধ্যমে লেটার অব ইনডেন্ট প্রদান করেন এবং ৭-১-৯৯ তারিখে ১,০৮,১৪,০০০ টাকা চুক্তি মূল্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সংশ্লিষ্ট টেন্ডার ডকুমেন্টস ও প্রকল্প দলিলাদি পরীক্ষান্তে আলোচ্য কার্যাদেশে নিম্ন বর্ণিত অনিয়মগুলি পরিলক্ষিত হয়ঃ-

১) ইউরোপিয়ান গ্যাস টারবাইন (ইজিটি) (আলসটম গ্যাস টারবাইন) এর কারিগরী প্রস্তাব মূল্যায়নে অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়। উক্ত ত্রুটি বিচ্যুতির কারণে টেন্ডার কমিটি-১ মেসার্স ইউরোপিয়ান গ্যাস টারবাইন এর নিকট ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য পত্র লিখা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে মেসার্স ইউরোপিয়ান গ্যাস টারবাইন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেন। কিন্তু উক্ত ব্যাখ্যা যথাযথ ও দরপত্রের নির্দেশিকা অনুযায়ী না হওয়ার কারণে পুনরায় ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য টেন্ডার কমিটি অনুরোধ জানায়।

২) দরপত্রের শর্ত ও বিনির্দেশ (Specification) অনুযায়ী কারিগরী প্রস্তাব পেশ না করা সত্বেও এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের বহিঃ সম্পদ বিভাগের স্মারক নং-ইআরডি/কো-অডিশন-১/বিবিধ-০১৩ তাং-২৬-৫-৯২ মোতাবেক জিওবি এর অনুমোদন ব্যতিরেকে মেসার্স ইউরোপিয়ান গ্যাস টারবাইন এর আর্থিক প্রস্তাব (Financial Commercial proposal) খোলা হয়।

৩) মেসার্স ইউরোপিয়ান গ্যাস টারবাইন এর আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়নে নিম্ন বর্ণিত ত্রুটি ও বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়ঃ-

(ক) ইউরোপিয়ান গ্যাস টারবাইন (ইজিটি) দরপত্রের নির্দেশিকা অনুযায়ী ৪ টি সিঙ্গল ফেজ ষ্টেপআপ ট্রান্সফরমারের স্থলে ১টি ৩-ফেজ ষ্টেপআপ ট্রান্সফরমার প্রধান প্রস্তাব (Main Offer) হিসাবে প্রস্তাব/দরপত্র পেশ করে।

(খ) ইজিটি দরপত্রের নির্দেশিকা (Specification) অনুসারে সেল্প ক্লিনিং এয়ার ফিল্টার এর স্থলে সাদামাটা গোছের (Simple Manner) দুই স্তর বিশিষ্ট এয়ার ফিল্টার এর দর প্রধান প্রস্তাব হিসাবে পেশ করিয়াছে।

(গ) ইজিটি পেমেন্ট টার্ম দরপত্রের নির্দেশিকা অনুযায়ী পেশ করে নাই।

(ঘ) সিভিল ও বিল্ডিং ওয়ার্কর্স এর দরপত্রে আইটেম অনুযায়ী পৃথক পৃথক ভাবে দর দেখানো হয় নাই। ফলশ্রুতিতে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে দর যথাযথ কিনা উহা বিবেচনা করার অবকাশ নাই।

(ঙ) ইজিটি দরপত্রের ফরমেট অনুযায়ী দরপত্র দাখিল করে নাই। ফলশ্রুতিতে এফ ও বি (FOB) মূল্য ইনসুরেন্স, কাষ্টমস ক্লিয়ারেন্স, আভ্যন্তরীন পরিবহন মূল্য ইত্যাদি দরপত্রের মূল্যের সঙ্গে একত্রীভূত করা হইয়াছে কিনা উহা নিরূপন করা সম্ভব হয় নাই।

(চ) ইজিটি দরপত্রের নির্দেশিকা অনুযায়ী ১৩২ কেভি সুইচ ইয়ার্ড ফায়ার হাইডরেন্ট সিষ্টেম এর পরিবর্তে ট্রলী মাউনটেড ফায়ার ফাইটিং সিষ্টেম এর প্রস্তাব করিয়াছে।

১. ইজিটি কর্তৃক কমপ্লিট জেনারেটর প্যাকেজেস এর উপর ছাদ দেওয়ার প্রভিশন রাখা হয় নাই। যাহা দরপত্র বিনির্দেশ অনুযায়ী অতি আবশ্যক। (Mandatory) উপরোল্লিখিত দরপত্রের নির্দেশিকা বহির্ভূত দরপত্র দাখিল করিয়া আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়নে লাভবান হইয়াছে।

৪) নেগোশিয়েশনের মাধ্যমে টেন্ডারের অনুচ্ছেদ নং-৪ সাবলেটিং, অনুঃ-৬১ পেমেন্ট প্রসিডিউর অনুঃ৬৭ (প্রভিশনাল এক্সেপ্টেন্স সার্টিফিকেট ইত্যাদি) ক্ষেত্রে পরিবর্তন করিয়া সরকারের স্বার্থক্ষুন্ন করিয়া ঠিকাদারকে সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে।

৫) মূল দরপত্র দাখিল করিয়াছে ইউরোপিয়ান গ্যাস টারবাইন এস, এ। কিন্তু ৭-১-৯৯ চুক্তি স্বাক্ষর করা হইয়াছে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং মেসার্স আলস্টম গ্যাস টারবাইন এস এ এর সঙ্গে। উক্ত চুক্তি পরিবর্তন করিয়া (Amending) ৭-৯-৯৯ তারিখে মেসার্স জি ই এনারজি প্রডাক্টস এর সঙ্গে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর পুনরায় চুক্তি সম্পাদন করা হয়। যাহা ক্রয় নীতির পরিপন্থী।

৬) চুক্তির শর্ত মোতাবেক গ্যাস টারবাইন ও যন্ত্রপাতি এর প্রস্তুত কারক ফ্রান্স, কিন্তু উক্ত শর্ত পরিবর্তন করিয়া গ্যাস টারবাইন ও যন্ত্রপাতির প্রস্তুতকারক করা হয় ফ্রান্স/ইউএসএ/ক্রোয়েশিয়া। চুক্তি সম্পাদনের পর চুক্তির শর্ত/অবস্থা পরিবর্তন, ক্রয় নীতির পরিপন্থী এবং এরূপভাবে ঠিকাদার কে অবৈধ সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে।

৭) প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য সর্বনিম্ন দরপত্র মূল্যায়নে কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাব বিবেচনায় এবং রেসপনসিভ ১ম সর্বনিম্ন দরপত্রদাতা ছিল মেসার্স থোমাসেন ইন্টারন্যাশনাল। কিন্তু প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিডভ্যালিডিটি (Bid Validity) সময়ের মধ্যে ১ম দরপত্রদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান করেন নাই। প্রথম দরপত্রদাতা মেসার্স থোমসেন ইন্টারন্যাশনাল ২ বার তাঁহাদের বিড ভ্যালিডিটির সময় বর্ধন করিয়াছেন ৩য় বার তাঁহারা পরিস্থিতিগত কারণে সময় বর্ধন করিতে পারেন নাই। ফলশ্রুতিতে তাঁহাদের প্রস্তাব বাতিল করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বহিঃ সম্পদ বিভাগের ২৬-৬-৯২ তারিখের ইআরডি/কো-অর্ডিনেন্স-১/মিস-০১৩ নং- আদেশের মাধ্যমে ক্রয় পদ্ধতির জন্য যে সময় নির্ধারণ করা হইয়াছে উহাও প্রকল্প কর্তৃপক্ষ প্রতিপালন করেন নাই। এরূপভাবে ক্রয় নীতি অনুসরণ না করিয়া গুরুতর আর্থিক অনিয়ম করা হইয়াছে।

উক্ত সময়ে জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক এবং জনাব মুঃ খিজির খান, পরিচালক ক্রয় পরিদপ্তর বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

এই অনিয়মের উপর স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করা হইলে কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় ১০-০৯-২০০১তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং অনিয়মটি জরুরী ভিত্তিতে নিস্পত্তির লক্ষ্যে এই অনিয়মের কারণ ব্যাখ্যা সহ দায় দায়িত্ব নির্ধারণ ও মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য সহ জবাব প্রেরনের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধাসরকারী পত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

১৫) **চুক্তির শর্ত মোতাবেক ফ্রান্সের তৈরী ট্রান্সফরমার সরবরাহ না করিয়া ক্রোয়েশিয়ার তৈরী ট্রান্সফরমার সরবরাহ করা জনিত ৫,৫৫,৫৪,৭৫২ টাকা গুরুতর আর্থিক অনিয়ম।**

বিদ্যুৎ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ও.ই.সি.এফ. জাপানের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক কুয়েতের অর্থায়নে বাস্তবায়িত শাহজীবাজার ৬০ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প এর ১৯৯৯-২০০০ সনের হিসাব পরিচালক ক্রয় পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর দপ্তরে ১৮-৭-২০০১ তারিখ হইতে ২২-৭-২০০১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। উক্ত নিরীক্ষাকালে টেন্ডার ডকুমেন্টস ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দলিলাদি হইতে দেখা যায় যে, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ও মেসার্স আলস্থম গ্যাস টারবাইন (এজিটি) এর মধ্যে শাহজীবাজার ৬০ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে ৭-১-৯৯ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তির শর্ত মোতাবেক ঠিকাদার কর্তৃক ফ্রান্সের তৈরী ৩ ফেজ ষ্টেপ আপ ট্রান্সফরমার চুক্তি মূল্য এফ আর এফ ৬৮৬২০০০ সমপরিমান ৫,৫৫,৫৪,৭৫২ টাকায় সরবরাহ করার কথা। কিন্তু ইনভয়েস নং- ৯৯১৮৯৬১ তাং-৩০-৯-৯৯ এবং অন্যান্য দলিলাদি পরীক্ষান্তে দেখা যায় যে, ফ্রান্সের তৈরী ৩ ফেজ ষ্টেপ আপ ট্রান্সফরমার এর পরিবর্তে ক্রোয়েশিয়ার তৈরী ৩ ফেজ ষ্টেপ আর ট্রান্সফরমার সরবরাহ করিয়াছে এবং ফ্রান্সের তৈরী ট্রান্সফরমার সরবরাহ করার চুক্তি মূল্য ৫,৫৫,৫৪,৭৫২ টাকা দাবী করিয়াছে এবং উক্ত দাবী পরিশোধ করা হইয়াছে। চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করিয়া ফ্রান্সের তৈরী ট্রান্সফরমার এর পরিবর্তে ক্রোয়েশিয়ার তৈরী ট্রান্সফরমার সরবরাহ করায় গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সংঘটিত হইয়াছে।

উক্ত সময়ে জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক এবং জনাব মুঃ খিজির খান, পরিচালক ক্রয় পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

এই অনিয়মের বিষয়ে স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করা হইলে কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। বিষয়টি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় ১০-০৯-২০০১তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং ক্রোরেশিয়ার তৈরী ও ৩ ফেজ ষ্টেপ আপ ট্রান্সফরমার এর এক্স ওয়ার হাউজ ভেল্যু, ফব (FOB) ভেল্যু, সি আই এফ ভেল্যু যথাযথ ভাবে নির্ধারণ করতঃ অতিরিক্ত পরিশোধ করা হইলে উহা আদায় এবং ফ্রান্সের পরিবর্তে ক্রোরেশিয়ার ট্রান্সফরমার গ্রহণ করার দায় দায়িত্ব ও ক্ষতির টাকা আদায়ের প্রমাণক ও মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য সহ জবাব প্রেরনের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধাসরকারী পত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

এই অনিয়মিত ক্রয়ের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ, যথোপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষতির টাকা আদায় করা আবশ্যক।

১৬) **বিধি মোতাবেক আয়কর, ভ্যাট কর্তন না করায় এবং সিডিউল বিক্রয় লব্ধ অর্থ জমা প্রদান না করায় সরকারের ১,৯৭,০৫,৪৫৭ টাকা ক্ষতি।**

বিদ্যুৎ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ও.ই.সি.এফ. জাপানের আর্থিক সহায়তায় বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক কুয়েতের অর্থায়নে বাস্তবায়িত শাহজীবাজার ৬০ মেঃ ওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প এর ১৯৯৯-২০০০ সনের হিসাব পরিচালক ক্রয় পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এর দপ্তরে ১৮-৭-২০০১ তারিখ হইতে ২২-৭-২০০১ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে পরামর্শ সেবা বাবদ Consortium of ECBL and NAL কে ১৬,৮৮,৪৬২.৭৬ টাকা পরামর্শ সেবা বাবদ পরিশোধ করায় তাহার নিকট হইতে আয়কর বাবদ ৫% হারে কর্তনযোগ্য ৮৪,৪২৩ টাকার স্থলে কর্তন করা হয় ৪২,২১২ টাকা। ফলে কম কর্তন করা হয়৮,৪২,২১২ টাকা। ৫.২৫% হারে ভ্যাট বাবদ কর্তন যোগ্য ৮৮,৬৪২ টাকার মধ্যে কোন টাকাই কর্তন করা হয় নাই। ৬০ মেঃ ওয়াট গ্যাস টারবাইন নির্মান ঠিকাদার কে পরিশোধিত ৬৫,৩৮,৭৮,০৬৪ টাকার উপর ৩% হারে আয়কর বাবদ কর্তনযোগ্য ১,৯৬,১৬,৩৪১ টাকার মধ্যে কোন টাকাই কর্তন করা হয় নাই। দালান মেরামত ঠিকাদারকে পরিশোধিত ৯১,২২১ টাকার উপর ৪.৫০% হারে ভ্যাট বাবদ কর্তনযোগ্য ৪,১০৪ টাকার মধ্যে কোন টাকাই কর্তন করা হয় নাই। এতদব্যতীত সিডিউল বিক্রয় বাবদ ৪২,৮০০ টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করা হয় নাই। যাহা ট্রেজারী রুল-৭ এর পরিপন্থী।

চুক্তি নামা (৪র্থ খন্ড) এর অনু ৫৫.০৩ এবং আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এবং ভ্যাট আইন ও বিধি মোতাবেক উক্ত অর্থ কর্তনযোগ্য ছিল।

উক্ত সময়ে জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক এর দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

এই অনিয়মের উপর স্থানীয়ভাবে আপত্তি উত্থাপন করা হইলে কোন জবাব পাওয়া যায় নাই। অনিয়মটি গুরুতর আর্থিক অনিয়মের পর্যায়ভুক্ত বিধায় ১০-০৯-২০০১তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ আকারে মন্ত্রণালয় ও প্রকল্প পরিচালকের গোচরে নেওয়া হয় এবং অনিয়মটি জরুরী ভিত্তিতে নিস্পত্তির লক্ষ্যে এই অনিয়মের কারণ ব্যাখ্যা সহ দায় দায়িত্ব নির্ধারণ ও মন্ত্রণালয়ের মন্তব্য সহ জবাব প্রেরনের জন্য অনুরোধ করা হয়। কোন জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৮-১০-২০০১ তারিখে সচিব বরাবরে আধাসরকারী পত্র লিখা হয়। তথাপি কোন জবাব পাওয়া যায় নাই।

সরকারী আদেশ লংঘনের দায় দায়িত্ব নির্ধারণ ও অনাদায়ী আয়কর ও ভ্যাট আদায় এবং সিডিভ্যাট বাবদ অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।